সংবাদ

তারিখ 14 FEB 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ঢাকা, মঙ্গলবার ২ ফাল্গুন ১৪১৮
Dhaka, Tuesday 14 February 2012

সম্পাদকীয়

একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ কিসের লক্ষণ

দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান একের পর এক বন্ধ ঘোষণায় শিক্ষার্থীরা যেমন উদ্বিগ্ন তেমনি অভিভাবকরাও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। সর্বশেষ খবরে বলা হচ্ছে, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে সংঘর্ষের পর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে অধ্যক্ষকে তার কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ কলেজের প্রধান ছাত্রাবাসের ৩৩টি কক্ষ ভাঙচুর করে। আমাদের সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিরপুর ১৪ নম্বরে ঢাকা ডেন্টাল কলেজে ছাত্রলীগের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। এদিকে ছাত্রলীগ নেত্রীর আধিপত্য বিস্তার, সিট বাণিজ্য ও টেন্ডার নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজে সহিংসতার ঘটনা এড়াতে গত শনিবার হলে হলে তল্লাশি চালানো হয়েছে।

সম্প্রতি যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য দিনের পর দিন, এমনকি সপ্তাহের পর সপ্তাহ বন্ধ রাখতে হয়েছে, তার মধ্যে আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারিদলের সহযোগী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বুধবার ২ ছাত্র নিহত হয়। অন্যদিকে ছাত্রলীগের অন্তর্কলহের কারণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। এখানে লক্ষণীয় হলো, এসব সংঘর্ষের প্রধান পক্ষ হলো আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলও অন্তর্কলহের কারণের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে।

মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ছাত্রলীগ তার বিরুদ্ধ সংগঠন ছাত্রদলের ওপর চড়াও হয়েছে। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তার। তার কিছুদিন পরই দেখা গেল, স্বার্থ সংঘাতকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহে জড়িয়ে পড়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা চালাল। সেই ধারাবাহিকতাই সর্বসম্প্রতি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং ইডেন কলেজের ঘটনা। এই মহাশক্তিশালী ছাত্রলীগের অতীতে বিএনপির বিজয়ের পর দেখা গেল, 'গর্তের মধ্যে' ঢুকে গেল। এখন তারা বীরদর্পে খালি মাঠ দখল করে আছে।

ছাত্রলীগের এ ধরনের অপকর্ম ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সরকারের উচ্চপদস্থ সবাইকে সচেতন করে বিভিন্ন পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীসহ সবাই বলেছেন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য 'জিরো-টলারেন্স' প্র্যাকটিস করা হবে। অর্থাৎ কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না। কিন্তু বাস্তবে এই হুঁশিয়ারির কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা বেশ কিছু সদস্যকে বহিষ্কার করেছে। কিন্তু তাতে ছাত্রলীগ সদস্যদের দৌরাত্ম্য মোটেও কমেনি। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ঘটনা তার সর্বশেষ প্রমাণ।

কোন একপর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাদের এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। রাজধানীর বাইরে ছাত্রলীগ সদস্যের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগও আছে। তার বিচার হয়েছে কি না, জানা যায়নি। আগামী দিনগুলোতে আওয়ামী লীগের রাজনীতির ওপর এসবের কালো ছায়া পড়তে বাধ্য।

ছাত্রলীগের বিরোধ, অন্তর্কলহ, সন্ত্রাসের কারণে একের পর এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে থাকবে আর সরকারিদল শুধুমাত্র 'বহিষ্কার' আর কমিটি বাতিলের মধ্যে তাদের কর্তব্য সীমিত রাখবে এটা হতে পারে না। সরকারকে এই লাগাতার সন্ত্রাসের মূল কারণ বের করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।